বর্তমানে অর্থনীতিতে অনেক ঝুঁকির মধ্যে অন্যতম ভর্তুকিও লেনদেনে ভারসাম্য

ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে

–অর্থমন্ত্রী

অর্থনৈতিক রিপোর্টার : অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিত বলেছেন, "বর্তমানে দেশের অর্থনীতিতে অনেকগুলো ঝুঁকি রয়েছে। তার মধ্যে দু'টি বড় ঝুঁকি হলো ভতুর্কি ও লেনদেনে ভারসাম্য রক্ষা (ব্যালেন্স অব প্যামেন্ট)। তবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করে অর্থমন্ত্রী বলেছেন, "কিছু অর্থনীতিবিদ ও মিডিয়া অর্থনীতিকে নিচে নামাতে চাচ্ছে। আপনারা (গণমাধ্যম ও অর্থনীতিবিদ) কিছুই দেখছেন না। আমার মনে হচ্ছে, আপনারা ঠিক করে ফেলেছেন অর্থনীতিকে নিচে নামাবেন।"

গতকাল (রোববার) সচিবালয়ে আর্থিক ও মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত সমন্বয় কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি একথা বলেন। বৈঠকে অন্যদের মধ্যে অর্থ সচিব ড. তারেক ও বাংলাদেশ ব্যাংককের গভর্নর আতিউর রহমানসহ মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভর্তুকি নিয়ে অর্থনীতিবিদদের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "আমাদের অর্থনীতিবিদরা একবার বলে ভর্তুকি কমাতে হবে। আবার তেলের দাম বাড়ালে তারা সমালোচনা করে। তারা যে কি চায় আমি বুঝি না।" তিনি জানান, "ভর্তুকি অবশ্যই ধাপে ধাপে কমিয়ে আনা হবে।"

ভর্তুকি তুলে নেওয়া হবে কি না- এ প্রশ্নের উত্তরে মুহিত বলেন, "অবশ্যই ভর্তুকি তুলে নেওয়া হবে। আমরা (সরকার) ভর্তুকি ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছি। বিদ্যুৎ খাতে ভর্তুকি কমিয়ে আনা হচ্ছে। জ্বালানি তেলে হয়তো সম্ভব হবে না। এটা দেখতে হবে।"

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সাথে সুর মিলিয়ে অর্থমন্ত্রী বলেন, "আমার বিবেচনায় দেশের অর্থনীতি ভালো অবস্থায় আছে।" এরপর তিনি বলেন, "কিছু অর্থনীতিবিদ ও সংবাদ মাধ্যম আমার মনে হয় আপনারা (সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে) ঠিক করে ফেলেছেন দেশের অর্থনীতিকে নিচের দিকে নামাবেন।"

অর্থনীতির সংকট নিয়ে যেসব কথা বলা হচ্ছে 'প্রত্যেকটি কথা' তার বাজেট বক্তৃতা থেকে নেওয়া বলে দাবি করেন অর্থমন্ত্রী। তিনি বলেন, "অর্থনীতিতে কিছু ঝুঁকি আছে, যে ঝুঁকির কথা আমি বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছিলাম। একটি জাতীয় দৈনিকের প্রতিবেদনে ৩০টি ঝুঁকির কথা বলেছে। তার মধ্যে ২৬টিই আমার নিজের। বাকি ৪টি তাদের নিজের। এর মধ্যে একটি ছিল অর্থবছর পরিবর্তন। সেটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।"

দেশে প্রচলিত অর্থবছর (জুলাই-জুন) গণনা প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, "বৃটিশ যুগের এই নিয়ম পাকিস্তান আমল থেকেই এটা পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে আসছি আমরা। সরকারের বাজেট ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এটা পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এরপর যদি আমরা ব্যর্থ হই সেটা হবে সরকারের ব্যর্থতা, সময় পরিবর্তনের জন্য নয়।

অর্থমন্ত্রী বলেন, "শেয়ারবাজার নিয়ে গত দু'দিনে বৈঠকের ধারাবাহিকতায় কিছুটা অগ্রগতি তো হয়েছেই। তবে আজই কোনো ঘোষণা দেওয়া হবে কি না সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। কারণ সন্ধ্যায় স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে বৈঠক হবে। তারপরই বলা যাবে।"

অর্থমন্ত্রী প্রসঙ্গক্রমে বলেন, "শেয়ারবাজার ক্যাপিট্যালিজমের (পুঁজিবাদ) একটি নির্দেশক। এটা সরকারের কোনো বিষয় নয়। কিন্তু আমাদের সংস্কৃতি একটু ভিন্ন। সে কারণে এ ব্যাপারে সরকারকে উদ্যোগ নিতে হচ্ছে।

xxxxxxxx